(*) জ্ঞানোৎপত্তি সম্পর্কিত মত কান্ট কান্টের বিচারবাদ আলোচনা কর।

উঃ পাশ্চাত্য দর্শনে চিন্তাধারায় মূল দুটি ধারা হল বুদ্ধিবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ। বুদ্ধিবাদ অনুসারে আমাদের জীবনের সুখ, দুঃখ, অনুভূতি, ভাবাবেগ প্রভৃতি অপেক্ষা বুদ্ধির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করাইহল যথার্থ। অন্যদিকে আমাদের জীবনের ইন্দ্রিয় অনুভবের গুরুত্ব যে সর্বাধিক একথা প্রতিপন্ন করার চেষ্টাই প্রত্যক্ষবাদের বৈশিষ্ট্য। বিচারবুদ্ধি বলতে সাধারণভাবে চিন্তন ক্রিয়াকেই বোঝানো হয়ে থাকে এবং দার্শনিক কান্ট একদিকে বুদ্ধিবাদ এবং অন্যদিকে প্রত্যক্ষবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জ্ঞান সম্পর্কে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম হল বিচারবাদ ॥

বুদ্ধিবাদীরা যথার্থ জ্ঞানের উৎস হিসাবে ইন্দ্রিয়ানুভবকে বিশেষ মূল্য দেন না। তাদের মতে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি জগৎ সম্পর্কে যে জ্ঞান দেয় বা প্রাপ্ত মনে হয়, তা ভ্রমাত্মক ~~অসম্পূর্ণ~~ অসম্পূর্ণ ও অনিশ্চিত। বুদ্ধিবাদীদের মতে যথার্থ জ্ঞান একমাত্র প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি থেকেই উৎপন্ন হতে পারে। তারা বলেন আমাদের মনে কতকগুলি মৌলিক নিঃসন্দিগ্ধ, প্রত্যক্ষ পূর্ব ও সার্বিক সত্যের জ্ঞান আমাদের জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। এবং কেবলমাত্র এগুলির ওপর ভিত্তি করেই আমরা ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ তত্ত্ব জ্ঞান অর্জন করে থাকি। সুতরাং এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ ও সর্বজন গ্রাহ্য সত্য থেকে অবরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে অন্যান্য সত্যে উপনীত হওয়াই যথার্থ জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়।

অপরদিকে প্রত্যক্ষবাদীরা প্রজ্ঞা বা বুদ্ধিকে যথার্থ জ্ঞানের জ্ঞান লাভের স্বতন্ত্র উপায় হিসাবে বিশেষ মূল্য দেন না। তাঁদের মতে জাগতিক ব্যাপারগুলি আমাদের সামনে ঠিক যে আকারে উপস্থাপিত হয় তাদের ঠিক সেই আকারে গ্রহণ করে সেগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করাই যথার্থ জ্ঞান লাভের একনিষ্ঠ পদ্ধতি. এবং এরূপ জ্ঞানই আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানে বিশেষ কার্যকরি। ~~তাঁরা একথা বলেন~~। পর্যবেক্ষণই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় যে কারণে আমাদের জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রিয়ানুভবের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের বাইরের কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। প্রত্যক্ষবাদঅনুসারে জড় দ্রব্য গুলির জ্ঞান সংবেদনের সমন্বয়ে উৎপন্ন এবং আমরা যাকে মন বা আত্মা বলি আসলে তা কতগুলি মানসিক অবস্থা। যথা— অনুভূতি, ধারণা, ভাবাবেগ প্রভৃতি

Scanned by CamScanner

নিরবিচ্ছিন্ন ধারনা মাত্র। অভিজ্ঞতাবাদীরা যে কোন বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির সত্যতা সন্দেহাতীত নয়। তবে তাদের সত্যতার সম্ভাবনা অনেক বেশী।

বিচারবাদী কান্ট বুদ্ধিবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদী উভয়কেই নির্বিচার পদ্ধতি মূলক মতবাদ বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন জ্ঞানকে যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ না করে জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদান গুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করার ফলেই উক্ত দুই একদেশদর্শী মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। তাই কান্ট তাঁর নিজের জ্ঞানতত্ত্ব দার্শনিক পদ্ধতিকে বিচার পদ্ধতি বলে বর্ননা করেছেন। তিনি বলেছেন কোন কোন বিষয় জ্ঞানগম্য নয়। এবং কোন কোন বিষয় আমাদের জ্ঞানগম্য হবে তা মিমাংসা করার পূর্বে আমাদের জ্ঞানশক্তির গঠনের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অর্থাৎ কোন কোন শর্তগুলি জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে অপরিহার্য তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কান্ট দেখিয়েছেন যে আমাদের জ্ঞানের এক অতি প্রয়োজনীয় অংশকে আবশ্যিক সত্যের আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে। "ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান" কিংবা "প্রত্যেক ঘটনার কারন রয়েছে" — প্রভৃতি বচন গুলি কেবলমাত্র অবরোহ নিয়ম বুদ্ধির পরিচায়ক নয়, এগুলি বস্তু সম্বন্ধেও অবশ্য প্রযোজ্য। এই বচন গুলির অর্থ এবং তাৎপর্য বস্তু সম্বন্ধে এদের প্রয়োগ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আমাদের মনের ক্রিয়ার কতগুলি অন্তর্নিহিত আকার আকার রয়েছে। বাইরে থেকে আমাদের উপর বস্তুগুলি ক্রিয়ার ফলে যে সংবেদনগুলি আকার যেগুলি সংবেদের উপর প্রযুক্ত না হলে সেগুলিই সংবেদন গুলি জ্ঞানে পরিণত হতে পারেনা। তাই আকার গুলি হল প্রাক্ অভিজ্ঞ পূর্ণ আকার। অর্থাৎ এগুলি ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে উৎপন্ন হয়না। এদের মধ্যে দুটি দেশ ও কাল হল অনুভবের আকার আরো-আরোপিত আকারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল — দ্রব্য, কার্য-কারণ, একত্ব, বহুত্ব প্রভৃতি বৌদ্ধিক আকারসমূহ। সুতরাং বহিরাগত সংবেদন এবং মনে অন্তর্নিহিত আকার এই দুয়ের সংমিশ্রণ জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য। এই সমাবেশই আমাদের জ্ঞানের যোগ্য। সুতরাং জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দুইয়েরই গুরুত্ব অপরিহার্য।

সমালোচনা

কান্টের এই বিচারবাদের যথেষ্ট উৎকর্ষতা থাকা সত্ত্বেও এই মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত সমালোচনা গুলি উত্থাপিত হয়।

১। কান্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় যথা — আকার ও উপাদানের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই দুই বিষয় সমজাতীয় নয়। দুটি বিষয় সমজাতীয় হলে তবেই একটিকে অন্যটির উপর প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু আকার এবং উপাদান দুই বিপরীত ধর্মের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে নিজেই সমস্যা তৈরী করেছেন।

২। কান্টের মতবাদ স্ববিরোধী কারণ, এখানে তিনি অতীন্দ্রিয় সত্তাকে অজ্ঞাত বললেও এই সত্তার অনুভূতির কথা বলেছেন। যা একান্তই স্ববিরোধীতার সৃষ্টি করেছেন।

৩। কান্ট এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেননি যে অতীন্দ্রিয় সত্তা নিজেকে প্রকাশ করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তার মাধ্যমে। কিন্তু তিনি অতীন্দ্রিয় সত্তার ক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্পর্কে প্রয়োগ করে নিজেই নিজের উক্তির বিরোধীতা করেছেন।

৪। কান্ট দৃশ্যমান জগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগৎ-এর মধ্যে ব্যবধান রচনা করে দৃশ্যমান জগতের জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন।

৫। কান্টের বিচারবাদ পরিণতিতে অজ্ঞেয়তাবাদে রূপ লাভ করেছেন। কেননা তিনি অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব পরোক্ষভাবে স্বীকার করেও তাকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলেছেন।

বিচারবাদের উক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও কান্টের বিচারবাদের গুরুত্ব এই খানেই যে তিনি জ্ঞান গঠনের ক্ষেত্রে একদিকে ইন্দ্রিয়ানুভব এবং বুদ্ধি ছাড়াও অপর দিক বৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এই বৃত্তির নাম হল বোধ। যা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে, এবং এই প্রসঙ্গে তার উক্তি হল "বোধই জ্ঞানের প্রকৃতিকে গঠন করে" সুতরাং একথা বলা চলে যে জ্ঞান গঠনে অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের মধ্যে এক সমন্বয় সাধন কারী মতবাদ হিসাবে কান্টের বিচারবাদ সকলের কাছেই সমাদৃত ॥